ইসলামী আদালত

(৭)

ঈর্ষায় খুন

আব্দুল হামীদ মাদানী

দুনিয়াতে বহু মানুষ আছে, যারা ব্যভিচার পছন্দ করে না। তারা অবৈধ প্রেম-ভালবাসাকে নিতান্ত নোংরা জানে। ঘৃণা করে তাদেরকে, যারা ইয়ে ক'রে বিয়ে করে; যারা চোরের মত পালিয়ে গিয়ে তাগূতী কোর্টে 'লাভ-ম্যারেজ' করে। তাছাড়া সেই লাভ-ম্যারেজে শরীয়ত মতে স্বামী-স্ত্রী হয় না, বরং আমরণ ব্যভিচার হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

এমনও মানুষ আছে, যে নিজে লম্পট হলেও সে চায় না যে, তার স্ত্রী-কন্যা বা বোন চরিত্রহীন হোক। সুতরাং সে তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। কোন বিষয়ে সন্দিহান হলে তাদেরকে শাসন করে, শাস্তি দেয় এবং নোংরামিতে বাধা দেয়। এরা আধুনিক সভ্যতার নারী-স্বাধীনতা তথা জরায়ু-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। এদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা এই অপরাধে তাদের স্ত্রী-কন্যা বা বোনকে খুনও ক'রে ফেলে!

একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষান্বিত এবং আল্লাহর আমার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত।" *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু শরয়ী শাস্তি বা দণ্ড প্রয়োগ করতে পারে একমাত্র সরকার। সরকারী তাগূতী আইনে ব্যভিচার অপরাধ না হলেও সেই শাস্তি কোন আত্মীয় প্রয়োগ করতে পারে না। যেমন একজন বিবাহিত নারী ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হল হত্যা। কিন্তু সে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করবে সরকার। সরকার না করলে অথবা সরকারের কাছে সোপর্দ না ক'রে ঐ নারীর কোন আত্মীয় তাকে হত্যা করতে পারে না। যেমন যে অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়, সে অপরাধে কাউকে হত্যা করা তো আরো বড় অন্যায়।

এক অবিবাহিত মেয়ে ব্যভিচারের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল। বাড়ির লোক জানতে পারলে কুলমানে এ বিশাল আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানালেও লোক-জানাজানি হবে। সুতরাং মেয়ের অতিরিক্ত ঈর্ষাবান ভাই এ কুলভ্রষ্টাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে অপমান ঢাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

মেয়ে এমনিতে লজ্জিতা তো ছিলই। বাড়ির লোকের নিকট থেকে কথায় কথায় তিরস্কার-ভর্ৎসনাও কম ছিল না। কিন্তু তার ফলে সে আত্মহত্যা করতে সাহস পায়নি। ওদিকে তার পেট বেড়ে চলেছিল। আমাদের দেশের মত গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যাও সহজ নয়।

এক বিকালে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে ভাই তার ঐ বোনকে নিয়ে গেল শহরের বাইরে। পরিত্যক্ত পেট্রোলপাম্পের একটি পোড়ো কক্ষে বসতে বলে তার গায়ের পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। কি জানি মেয়ে সেখানে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল কি না? যদিও বা করেছিল, তবুও তার বাঁচার পথ ছিল না। আর চিৎকার করলেও সে মরুভূমির মাঝে কোন শ্রোতা ছিল না। সে অচালু পথে কোন গাড়ি চলমান ছিল না। সুতরাং ভাই গাড়ি নিয়ে চলে গেলে বোন সেখানে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

এ হল বংশ-মর্যাদা রক্ষার জন্য খুন, যাকে ওরা 'ক্বাতলুশ শারাফ' বলে অভিহিত করে। অথচ তাও এক শ্রেণীর খুনই; যার অনুমতি মহান আল্লাহ দেননি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٣٣) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৩ আয়াত)

ভাই যা চেয়েছিল, তা কিন্তু হল না। ভেবেছিল, গোপনে গোপনে মান-ইজ্জত রেহাই পাবে। কিন্তু লাশ নিশ্চিহ্ন না হলে তা উদ্ধার ক'রে পুলিশ পাত্তা লাগিয়ে নিল। গ্রেপ্তার হল ঈর্ষাবান ভাই। তাকে ফেলা হল 'ক্বিস্বাস'-এর কেসে। যেহেতু মহান আল্লাহর বিধান রয়েছে,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ....} (١٧٨) سورة البقرة

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।.....

হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (সূরা বাক্বারাহ ১৭৮-১৭৯ আয়াত)

সুতরাং ইসলামী আদালতের বিচার অনুযায়ী এবং হাইকোর্ট তথা স্থানীয় আমীরের অনুমতিক্রমে একদিন আল-মাজমাআহ জামে' কাবীরের চত্বরে বাদ জুমআহ হাজার হাজার মানুষের সামনে সেই ভাইকে (বোন হত্যার বদলে) হত্যা করা হল।

এই আইন আছে বলেই এ দেশে খুন-খারাবির ঘটনা তত ঘটে না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে মানুষের জানকে পাখি মনে করা হয়। যেহেতু তাগূতী আইনে সে ব্যবস্থা নেই। আবার থাকলেও সে আইনে ফাঁক আছে অথবা সে আইন হতে বের হওয়ার পথ আছে অনেক।